দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 20 APR 1994
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫

57

ছাত্রহত্যা পুলিশী তল্লাশি ও গ্রেফতারের জের

# ক্যাম্পাস উত্তপ্ত ।। ১৫টি গাড়ি ভাঙচুর ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ফজলুল হক হলে চোর সন্দেহে তেজগাঁ বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র মিঠুকে পিটিয়ে হত্যা, হলে পুলিশের তল্লাশি অভিযান, আবাসিক ছাত্র মাসুদকে গ্রেফতার এবং মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রলীগের (বা-কা) নেতা ওবায়দুর রহমান চুন্নুকে লাঞ্ছিত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত ছিল।

ছাত্ররা উপাচার্যকে ঘেরাও করে এবং ফজলুল হক ও শহীদুল্লাহ হল থেকে পুলিশকে বের করে দেয়। পুলিশ আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হলের মতো ওই দু'টি হলে মোতায়েন ছিল। ছাত্ররা পুলিশের প্রতি ইটপাটকেলও নিক্ষেপ করেছে। অন্তত ১৫টি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।

তেজগাঁ কলেজের ছাত্ররা ফার্মগেট এলাকায় ২০টি গাড়ি ভাঙচুর করেছে।

পুলিশ ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য ১০/১৫ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস শেল নিক্ষেপ করে। কয়েক দফা লাঠিচার্জও করা হয়। এতে কয়েকজন ছাত্র সামান্য আহত হয়েছে। পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলছে।

গত সোমবার বিকেল ৩টার দিকে ৩ জন বহিরাগত ছাত্র ফজলুল হক হলে প্রবেশ করে। উক্ত ৩ জনের ২ জন হল গেটে বসে থাকে এবং তাদের সহযোগী মিঠু হলের ভেতরে সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন রুমের সামনে ঘোরাফেরা করতে থাকে। এক পর্যায়ে মিঠু প্রথমে হলের ২৩৬ নম্বর কক্ষে প্রবেশ করে। রুমে তখন কেউ ছিল না। ঐ রুমের বাসিন্দা নাজমুল বাথরুম থেকে আসার সময় মিঠুকে দেখতে পায়। এতে তার সন্দেহ হয়। সে তাকে অনুসরণ করতে থাকে। মিঠু কিছুক্ষণ পর

ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ৮ কঃ ২

## ক্যাম্পাস ঃ উত্তপ্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২৪০ নম্বর কক্ষে প্রবেশ করে। এই রুমে একজন ছাত্র তখন ঘুমাচ্ছিল।

মিঠু রুমে প্রবেশ করেই টেবিলের ওপর রাখা মানিব্যাগ হাতে নেয়। এই অবস্থায় নাজমুল তাকে ধরে ফেলে। নাজমুল রুমে ঘুমন্ত ছাত্রকে ডেকে জিজ্ঞেস করে মিঠু তার পরিচিত কিনা। সে জানায়, মিঠু তার পরিচিত নয়। এর পর-পরই হলের সাধারণ ছাত্ররা মিঠুকে চোর সন্দেহে মারধর করতে থাকে। মারধরের এক পর্যায়ে মিঠু বলে, তার দুই বন্ধু নিচে অপেক্ষা করছে। এতে সাধারণ ছাত্ররা নিশ্চিত হয় যে, এরা তিনজন যুক্তি করে চুরি করার জন্য এসেছে। সাধারণ ছাত্ররা তিনজনকেই বেদম মারধর করে হলে কর্তব্যরত পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। পুলিশ তাদেরকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। রাত ৮-৪০ মিনিটে মিঠু মারা যায়।

ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে গত সোমবার দিবাগত গভীর রাতে গোয়েন্দা পুলিশ ফজলুল হক হলের প্রধান ভবনের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে তল্লাশি চালায় এবং মাসুদকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

মাসুদের গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে হলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ২/৩শ' ছাত্র তার মুক্তির দাবিতে হলে মিছিল করে। গতকাল মঙ্গলবার ভোর ৫টা পর্যন্ত ছাত্ররা হলে মিছিল করেছে। এই অবস্থায় হলের প্রভোস্ট ডঃ এ, আই মোস্তফা মিছিলকারী ছাত্রদের জানান যে, আজ মঙ্গলবার সকালের মধ্যে মাসুদকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে।

গতকাল সকালে মাসুদের মুক্তি দাবিতে ফজলুল হক হলে সাধারণ ছাত্রদের ডাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্র জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের একটি মিছিল ভিসি অফিসের দিকে যায়। ভি সি অফিসের সামনে একটি ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ভিসি'র সাথে ছাত্র প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। ভিসি মাসুদের মুক্তির ব্যাপারে চেষ্টা চালাবেন বলে আশ্বাস দেন।

পরে মিছিল কার্জন হল এলাকায় ফিরে আসার পথে দোয়েল চত্বরে এবং শহীদুল্লাহ হলের সামনে অন্তত ১৫টি গাড়ি ভাঙচুর করে।